ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫২৬৬

আগরতলা,১৯ ফেব্রুয়ারি,২০২৬

জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি বিভাগের সাফল্য

দুই বছর বয়সী শিশু কন্যার পেট থেকে সেফটি পিন সফলভাবে অপসারণ

সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর খাস চৌহমুনি এলাকার সম্রাট সরকারের দুই বৎসর বয়সী শিশু কন্যার পেট থেকে একটি সেফটি পিন অত্যাধুনিক সিভি-১৯০ এন্ডোস্কোপি মেশিনের সাহায্যে সফলভাবে অপসারণ করে তার প্রাণ রক্ষা করলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি বিভাগের চিকিৎসকগণ। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট নাগাদ পেটে সেফটি পিন সহ সংকটজনক অবস্থায় শিশু কন্যাটিকে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তারপর চিকিৎসকরা শিশুটিকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন। জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসলে শিশুটিকে ই.এন.টি. ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। ই.এন.টি. ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকগণ শিশুটির পেটে এক্স-রে করে দেখেন যে, তার পেটের ভিতরে একটি সেফটি পিন রয়েছে। চিকিৎসকগণ শিশুটির পরবর্তী চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে ফিমেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করেন এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেফটি পিনটি বের করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন সার্জিক্যাল ও গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিশুটির অস্ত্রোপচার না করে এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে সেফটি পিন অপসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. শুভদীপ পাল অত্যাধুনিক সিভি-১৯০ এন্ডোস্কোপি মেশিন ব্যবহার করে সফলভাবে শিশুটির পেট থেকে সেফটি পিনটি অপসারণ করেন। শিশুটির পেট থেকে সফলভাবে সেফটি পিনটি অপসারণ করার পর শিশুটিকে পুনরায় ফিমেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। শিশুটি সুস্থ থাকায় চিকিৎসকরা ঐদিনই হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেন। এই সফল সেফটি পিন অপসারণ প্রক্রিয়ায় উক্ত এন্ডোস্কোপি টিমে গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. শুভদীপ পাল এর সাথে ছিলেন উপস্থিত ছিলেন ও.টি. নার্স গোপা দে ও অপর্ণা দাস, ও.টি. টেকনিশিয়ান ছিলেন সুমন কুমার শীল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

২-এর পাতায়

এছাড়াও, উক্ত সার্জিক্যাল টিমে ছিলেল ডা. মণিরঞ্জন দেববর্মা, ডা. সুনীল কুমার ঘোষ, ডা. সুজিত চাকমা, ডা. তমাল সরকার, ডা. অন্তরা রায় ভৌমিক ও ডা. মেহেদী হাসান। উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিশুটিকে উক্ত পরিষেবা প্রদান করা হয়। এই সাফল্য আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ চিকিৎসক টিম এবং মানবিক উদ্যোগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিশুটির প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য শিশুটির পরিবার-পরিজনেরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****